নাট্য-বিকার

OR

The Dramatic Delirium.

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)

Some said, "John, print it," others said, "not so,"
Some said, "It might do good," others said, "no."

Bunyan.

(কলিকাতা ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে)
শ্রীজানকীনাথ বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮।

মূল্য আনা ৶০।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ।

২৪শে মে ১৮৯০। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭।

শনিবার—মহারাণীর জন্মদিন।

পুরুষগণ।

হরিশ	(বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘটক)	হুগলীর অনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি
পাঁচকড়ি	(" কালীপ্রসন্ন মল্লিক)	হরিশের জামাতা।
রমেন্দ্রমোহন	(" কুঞ্জবিহারী বসু)	ডাক্তার, পাঁচকড়ির বন্ধু।
দিগম্বর	(" শশীন্দ্রনাথ দে)	হরিশের ভৃত্য।

ভৃত্যগণ, দর্শকগণ, কনষ্টেবল।

স্ত্রীগণ।

রামমণি	(শ্রীমতী নিস্তারিণী)	হরিশের কন্যা।
কমলমণি	(" রাণী)	হরিশের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী।
ভুতি	(" হরিদাসী)	হরিশের দাসী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

যে সকল সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাটক-কারের সাহিত্য-কানন হইতে "নাট্য-বিকার" রোগের ঔষধি সংগৃহীত হইল, এবং যে সকল যশোমান অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রযুক্ত হইল, তাঁহা-দিগকে গ্রন্থকার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

নাট্য-বিকার।

We 'll meet ; and there we may rehearse.

Midsummer Night's Dream.

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।

রোগ প্রকাশ।

(দিগম্বর ও অন্যান্য ভৃত্যগণ।)

দিগ। (পুস্তকহস্তে) দেখ্, তোরা চোখ বুজিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, তার পর আমি গদা হাতে করে এসে বলবো "উঠে এসনা, অন্ন প্রস্তুত"—তোরা কেউ উঠবিনি।

১ম ভৃত্য। অন্ন প্রস্তুত, তবু উঠবো না ?

দিগ। আঃ জ্বালাতন কল্লি যে! না, উঠবিনি। ফের যখন পেড়াপিড়ি করবো, তখন তুই—এই ভোলা, শুনছিস্ ?—তুই বলবি যে "সরস্বতী নদীর জলের যদি এত গুণ, তবে উনুনে আগুণ দিলেন কেন ?" বুঝলি ?—সে হাবা ব্যাটা কোথা গেল ?

২য় ভৃত্য। দিগম্বর দাদা, আমায় একটা পার্ট (Part) দাওনা বাবা ?

দিগ। "দাদাকে কি বাবা বলতে আছেরে শালা" ? তুই কি সাজতে পারবি ?

২য় ভৃত্য। আমি পাগল সাজবো।

দিগ। দূর বেটা বোকা! তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তুই পাগল সাজবি কেমন করে ? (পুস্তক দেখিয়া) দেখ্,

তার পর যখন আমি অর্থাৎ ভীমসেন ফের হাঁকাহাঁকি করবো, তখন তোরা পালাবার যোগাড় করবি, বুঝলি ?

৩য় ভৃত্য। কোন্ দিকে, যেদিকে উনুনে আগুণ ?

দিগ। আঃ, এ বেটা আবার দ্বিগুণ জ্বালাতন কল্লে !

নেপথ্যে হরিশ। দিগ্‌মে !

দিগ। আজ্ঞে যাই। দেখ্, মনে থাকে যেন।

১ম ভৃত্য। আচ্ছা দাদা, সেই আগুণে বেগুন পোড়ালে হয় না ?

দিগ। ওরে—

নেপথ্যে হরিশ। দিগ্‌মে !

দিগ। আজ্ঞে যাই।—তুই গ্রন্থকারের গুণাগুণ কি বুঝবি ? যা যা বল্লুম, ঠিক মনে থাকে যেন।

নেপথ্যে হরিশ। দিগ্‌মে !

দিগ। আঃ! আজ্ঞে যাই। খবরদার, আমি গদা হাতে করে না ডাকলে কেউ চেয়ে দেখবিনি, আমি বল্লে তবে—

নেপথ্যে হরিশ। ওরে দিগ্‌মে ! বেটা মরেছে নাকি ?

দিগ। আজ্ঞে যাই ;—উঠবি, দাঁড়া, আসছি।

[প্রস্থান।

Canst thou not minister to a mind diseased ?

Macbeth.

দ্বিতীয় দৃশ্য—কক্ষ।

রোগ নির্ণয়।

(রমেন্দ্র ও দিগম্বরের প্রবেশ।)

দিগ। মহারাজ ! অভিবাদন করি।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) এ বেটা বলে কি ?

দিগ। চুপ করে রইলেন যে? কস্তং?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) বেটা সংস্কৃত কয় যে? (প্রকাশ্যে) বাপু, তুমি কে?

দিগ। (যোড়হস্তে) আজ্ঞে, "আমি হেমচন্দ্র, ব্রাহ্মণের দাস।"

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) এ বেটা কি বলে?

দিগ। চুপ করে রইলেন যে?—ওঃ! আপনি বুঝি কালা নন? তা একবার কালা হ'য়ে বলুন—"কি বল্লে বাপু! তোমার নাম হনুমানচন্দ্র দাস?"

রমেন্দ্র। গোড়াতেই তো বিলক্ষণ নমুনো দেখতে পেলেম!

দিগ। "কে, লক্ষ্মণ? ওঃ সীতাহরণের কথা!"

রমেন্দ্র। বেটা, এখনি ভাঙ্গবো মাথা, ডেকে দে তোর বাবু কোথা?

দিগ। যথা আজ্ঞা মহারাজ! (স্বগতঃ) এ কথাগুলো কিসে আছে মনে হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

রমেন্দ্র। কি বিপদেই পড়লেম গা! এদের বাড়ীশুদ্ধ পাগল নাকি?

(হরিশের প্রবেশ।)

নমস্কার মহাশয়; পাঁচকড়ি বাবু বোধ হয় আমার কথা লিখেছেন।

হরিশ। নমস্কার, নমস্কার। আসুন, আসুন। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? দেখুন, আমি বড় বিপদগ্রস্ত হয়েছি; আমার মেয়েটীর বায়ুরোগ হয়েছে।

(কমলমণির প্রবেশ ও প্রস্থানোদ্যোগ।)

এস না, এই সেই ডাক্তার বাবু। ইনি আমাদের পাঁচ-কড়ির বন্ধু, এঁকে লজ্জা কি? আমাদের ছেলেপিলের মধ্যে। হাঁ, তা বলছিলেম কি—

রমেন্দ্র। এটী কতদিন হয়েছে?

হরিশ। সে দুর্দ্দশার কথা আর কি বলবো; তিন মাস হ'ল একদল থিয়েটার এদেশে ফেরি করতে আসে; আমার কুগ্রহ, আমি পূজোবাড়ীর উঠানে তাদের ষ্টেজ (Stage) বাঁধতে দিয়েছিলেম; তারা মাসখানেক এইখানে প্লে (Play) করে—তার পর আমার কন্যার এই রোগ।

রমেন্দ্র। পূর্ব্বে কোন সূত্রপাত ছিল কি?

হরিশ। আগে আগে নাটক নভেল সব পড়তো, কিন্তু থিয়েটার দেখে অবধি এখন কেবল প্লে করবার জন্যই ঝোঁক। আবার দুঃখের কথা কেন বলেন? এক বেটা চাকর জুটেছে, সেটাও আবার ঐ দলের।

রমেন্দ্র। যেটী এইমাত্র এসেছিল না?

হরিশ। আবার এক বেটী ঝিও জুটেছে, সেও আবার পুঁজির ওপর। তবে সেটাকে ধমকালে টমকালে শোনে, একটু লজ্জাবোধ আছে; কিন্তু এই চাকর বেটা পাজীর বেহদ্দ, এ বেটাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারিনে। আমার কন্যাই প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ও বেটাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এক একবার মনে করি যে দুটোকে তাড়িয়ে দিই, আবার মনে হয় যে তা হ'লে মেয়েটা যদি আরও খেপে ওঠে! তা আপনি একটু ভাল করে দেখুন, যদি শোধরাবার কোন উপায় থাকে। আমার

মানসম্ভ্রম সব যাবার যো হয়েছে। একটী মেয়ে, বড় আদুরে—তাই যা আবদার ধরে সব সইতে হয়।

রমেন্দ্র। আচ্ছা তার কোন বিশেষ পার্টের উপর ঝোঁক আছে কি?

হরিশ। না, সকল বইয়েরই একটু একটু বুক্‌নি দেয়।

রমেন্দ্র। সেটা মন্দের ভাল, মনোমেনিয়া (Monomania) হ'লে একটু গুরুতর ব্যাপার হ'ত।

হরিশ। গুরুতর যথেষ্টই হয়েছে, আপনি দেখুন না। দিদি, রামমণিকে একবার ডেকে আন দেখি। বোলো কলকেতা থেকে যে মোশান-মাষ্টারের (Motion-master) আসবার কথা ছিল তিনি এসেছেন।

কমল। মশান-ম্যাষ্টার কি গা?

হরিশ। সে বল্লেই বুঝতে পারবে এখন।

[কমলমণির প্রস্থান।

দেখুন, আপনি যে ডাক্তার, সে পরিচয় দেবেন না, তা হ'লে ঘেঁসতে দেবে না। আমি তাকে যেভাবে বুঝিয়ে রেখেছি সেইভাবেই চলবেন। থিয়েটার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইবেন তা হ'লেই আপনার সঙ্গে ভাব হবে, আর আপনি অবস্থা সব ভাল করে বুঝতে পারবেন।

রমেন্দ্র। তবেই হয়েছে! আমি যে থিয়েটারের কোন ধারই ধারিনে।

হরিশ। এই দুটো একটা নরম নরম কথা কইবেন তা হ'লেই চলবে। আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে বেশী আর কি বলবো?—এই যে আসছে।

(রামমণি ও কমলমণির প্রবেশ।)

দেখ, এই বাবুটীকে কলকেতা থেকে আনিয়েছি ; ইনিই তোমার থিয়েটারের সব বন্দোবস্ত করবেন।

রাম। আপনার নাম ?

রমেন্দ্র। রমেন্দ্রমোহন ; আপনার ?

রাম। (স্বগতঃ) আহা বেশ নামটী ! (প্রকাশ্যে) আমার নাম 'তিলোত্তমা'।

কমল। সেকিরে ! তোর নাম যে রামমণি !

রাম। এই দেখুন দেখি মশাই, রামমণি কি কোন নায়িকার নাম হ'তে পারে ?

কমল। না তো কি ? তোর নাম রামমণি, তোর মায়ের নাম ছিল গঙ্গামণি, তোর দিদিমার নাম হরমণি, তোর বুড়ো দিদিমার নাম কেষ্টমণি—

রাম। এই আবার সেই বর্ব্বর-বংশাবলী বেরুলো !

কমল। গেরস্তোর মেয়ের নাম আবার কি হবে ?

রাম। বটে ? এতদূর ? গেরস্তোর মেয়ে ! তা যদি বল্লে তবে ইনিই যে আমার বাবা তার প্রমাণ কি ? শাপভ্রষ্টা হ'য়ে কে কোথায় জন্মায় তার খবর রাখ ? অপ্সরারা আপনাদের মেয়ে অন্যের ঘরে ফেলে আসে, তার পর প্রকাশ হয়, তা জান ? কোকিল কাকের বাসায় প্রতিপালিত হয়, তা জান ? আর সেই জন্য কোকিলের আর একটী নাম 'অন্যপুষ্ট'—আপনি কি বলেন মশাই ?

রমেন্দ্র। তা বটেই তো। (স্বগতঃ) আমার চোদ্দপুরুষ এ সব শব্দ জানেনা।

কমল। অন্নকষ্টে? আহা তাতো হবেই। পরের বাসায় কি ভাল খাওয়া হয়? তা বাছা, তোমার বেলায় সে কথা খাটেনা, ষেটের শরীরটী তো রোগা নয়!

রাম। আমি বুঝি তোমার অন্নজল খেয়ে শরীর ধারণ করি?

হরিশ। তবে কিসে?

রাম। (সুরে)

"প্রেম সুধা রস পানে"—

(দিগম্বরের প্রবেশ।)

দিগ। (সুরে)

"মোহিত সুজনে।"

(দিগম্বরের প্রতি হরিশের কোপদৃষ্টি ও দিগম্বরের অধোবদন।)

রমেন্দ্র। যাক্ যাক্ ওকথা যাক্।

রাম। দেখুন না মশাই, অত্যাচার দেখুন। শত শত নাম রয়েছে, যথা—ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী, মণিমালিনী, হিরণ্ময়ী, কিরণ-শশী, লীলাবতী, শৈলজা—এত নাম থাকতে কিনা এই জঘন্য নামে আমাকে ডাকে! আচ্ছা, বাবা, আমার নাম কেন 'সূর্য্যমুখী' হোক্ না?

হরিশ। কেন?

রাম। বেশ তো, 'কমলমণি'ও আছে।

হরিশ। আচ্ছা, পরে দেখা যাবে এখন। এখন রমেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে কথা কও।

রাম। আপনি কলকেতায় কি করেন?

রমেন্দ্র। (ভাবিয়া) আমি বাগ্‌বাদিনীর উপাসনা করি।

কমল। কি? বাগ্‌দিনীর?

রাম। পিসিমা যেন কি! বাগ্‌বাদিনী—বাগ্‌বাদিনী।

রমেন্দ্র। কেন, আপনি কি তাঁর নাম শোনেন নি?

কমল। শুনবো না কেন? তিনি তো বাগবাজারে থাকেন?

রমেন্দ্র। (হাসিয়া) না না, সেখানে তাঁর ঘেঁসবার যো নাই।

রাম। কেন?

রমেন্দ্র। সেখানে যে বাঘের ভয়।

কমল। তবে কি তিনি বড়লোকদের বাড়ীতে থাকেন?

রমেন্দ্র। না সেখানেও তাঁর যাওয়া কঠিন।

রাম। কেন?

রমেন্দ্র। সেপাইরা ঢুকতে দেয় না।

কমল। তবে তিনি থাকেন কোন চুলোয়?

রমেন্দ্র। গরিবের উপরই তাঁর দয়া—তিনি কুটীরেই বাস করেন।

কমল। তুমি তাঁরই উপোস কর?

রমেন্দ্র। হাঁ, যারা তাঁরি উপাসনা করে, প্রায় তাদের সকলকেই উপোস করে থাকতে হয়। (রামমণির প্রতি) আপনার স্বামী পাঁচকড়ি বাবু আমার পরম বন্ধু।

রাম। কে আমার স্বামী?

রমেন্দ্র। পাঁচকড়ি বাবু।

রাম। ছিছি ছিছি! কি জঘন্য নাম! মশাই, আপনার ভ্রম হচ্ছে, আমার স্বামীর নাম 'সেলিম'।

কমল। সেলিম কিগো? ছি মা অমন কথা বলতে নাই—সে যে মোছলমান।

রাম। প্রণয় জাতিভেদ মানে না—তুমি অশ্রুমতী পড়নি?

হরিশ। ছিছি, তুই হ'লি কি? এই বিদেশী ভদ্রলোকের সাম্‌নে কি বলছিস?

রাম। বিদেশী? (সুরে)

"যা রে বিদেশী বঁধু, আমি তোরে চাই না।"

রমেন্দ্র। অপরাধ?

রাম। (সুরে)

"যখন তোরে মনে করি তখন তোরে পাই না॥"

রমেন্দ্র। না না, সে ভয় আর নাই; আমি বরাবরই আপনার কাছে থাকবো।

রাম। (সুরে)

"আমার মাথায় দিয়ে হাত, কিরে কর প্রাণনাথ"—

হরিশ। ছিছি, দুর্গা, দুর্গা!

দিগ। না না, ও হ'ল না, এই রকম—"ছিছি অশ্রাব্য বচন আর না চাহি শুনিতে!"

হরিশ। বটে? তবে রোসো, "কে আছ কোথায়, আইস ত্বরায়, লয়ে যাও ভীষণ মশানে!" (দিগম্বরের প্রতি ধাবমান।)

দিগ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

কমল। হরিশ! তুইও ক্ষেপলি নাকি?

হরিশ। আর দেরি নাই; ক, বেটাবেটীতে পড়ে

একেবারে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। বেটারা যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর না হলে তো সোজা হবে না !

রমেন্দ্র। এ সকল জঘন্য গান শিখলে কোথা থেকে? যারা থিয়েটার করতে এসেছিল তারা এই সব গান গায় নাকি ?

হরিশ। ভগবান্ জানেন! আমি একটী দিন কেবল দেখেছিলেম। দু একখানা পৌরাণিক নাটক আমার পড়া ছিল, পড়তে মন্দ নয়, তা মনে কল্লেম যে প্লেটা কি রকম করে একবার দেখে যাই, ও মশাই দেখলেম কিনা সকলগুলোই কেবল পাখোয়াজের বোল মুখে সাধছে।

রমেন্দ্র। পাখোয়াজের বোল কি রকম ?

হরিশ। এই, এই রকম—ধা কেটে ধুমা কেটে, ধেরে কেটে ধেরে কেটে, ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে, তাগে তেটে ঘেটে তেটে।

কমল। হ্যাঁ, হরিশের আবার কথা! নাগো, তারা বেশ যাত্রা করতো।

রমেন্দ্র। কি কি করতো ?

কমল। এই পেল্লাদচিত্তির, আন্দবিদেয়, তবে—কেষ্টকুমীর, তবে এই—পুন্নিমের চাঁদ, তবে দুরহোগ্‌গে ছাই, নামটা মনে আসছে না—এই দুব্বোশাগের পালন, আর দূর হোগ্‌গে—

রমেন্দ্র। থাক্ থাক্, তা ও রকম জঘন্য গান ইনি কোথা থেকে শিখলেন ?

কমল। ওকি সামান্যি মেয়ে গা ? ও সেই মাগীগুলোকে বাড়ীর ভেতর আনতো, আর ঐ সব কীর্ত্তি করতো।

রাম। কেন তারা কি ? তারা শাপভ্রষ্টা।

হরিশ। নিশাচরী।

কমল। তারা চুরি করে?

রাম। হাঁ করে, "চাঁদের হাসি"। আমার কথাটাই শুনলে না, তারা শাপভ্রষ্টা গন্ধর্ব্বকন্যা!

রমেন্দ্র। ঠিক ঠিক, আমি শুনিছি তাদের মধ্যে কারো কারো শাপমোচন হয়েছে।

রাম। কি রকম?

রমেন্দ্র। এই থিয়েটার-লোক তাঁরা ত্যাগ করেছেন।

রাম। কেন?

রমেন্দ্র। অনেকগুলি উপদেবতার নজর পড়েছে, কাজেই।

রাম। তা আপনাদের থিয়েটারে একট্রেস (Actress) নাই?

রমেন্দ্র। আছে, তবে আমাদের এমেচিওর (Amateur) থিয়েটার, আপনা আপনি সব।

রাম। (রমেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া সুরে)

"ভাই ভগ্নী মিলিয়া মাতি প্রেম-সুধাপানে।"

কমল। হ্যাঁরে তুই কি লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছিস? আমাদের সকলের মাথা হেঁট করালি? ছি মা, অমন করতে আছে কি? লোকে বলবে কি?

রাম। "আমি পুকুরে হাঁস দেখিগে গো!"

[বেগে প্রস্থান।

হরিশ। দেখলেন মশাই?

রমেন্দ্র। তাইতো, কিছু এগিয়ে পড়েছে, তা একেবারে অসাধ্য বলে বোধ হয় না। আচ্ছা, এর মাঝে মাঝে কি লুসিড্ ইন্‌টার্‌ভ্যাল্ (Lucid interval) নাই?

হরিশ। তা যে একেবারে নাই এমন নয়, তবে ক্ষণিক।

এখন আমার ভয়, কবে কুন্দনন্দিনী হ'য়ে বিষ খায় কি চিতোর-রাজসতী পদ্মিনী হ'য়ে আগুণে ঝাঁপ দেয়। বড়ই বিপদে পড়িছি মশাই।

রমেন্দ্র। চিন্তা করবেন না মশাই, আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না, তবে প্রথমে আমাকে কেসটা (case) ভাল করে ষ্টডি (study) করতে হবে তবে চিকিৎসায় হাত দেব। দেখুন, পূর্ব্বে থেকে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি; এর সঙ্গে আমার নির্জ্জনে দেখাশুনা করতে হবে, যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই ওয়াচ্ (watch) করতে হবে, আমাকে সে লিবার্টিটুকু (liberty) দিতে হবে।

হরিশ। এও কি আবার কথা? আপনি পাঁচকড়ির বন্ধু, আপনি কিন্তু হচ্ছেন কেন? আমাদের মান আর আমার মেয়ের প্রাণ আপনার হাতে সমর্পণ করেছি। চলুন, আপনার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

Not only, Sir, this your all-licensed fool,
But other of your insolent retinue.

King Lear.

তৃতীয় দৃশ্য—কক্ষ।

একজ্বরী।

(মুদিতনেত্রে ভৃত্যগণ আসীন; হরিশ ও রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

হরিশ। এ আবার কি? না, বেটারা জ্বালাতন করলে দেখছি। এই ব্যাটারা, ওঠ ওঠ, আ মলো, সব বেটারা যে ধ্যানে

বসেছে দেখছি।—আরে ঐ—(জনৈক ভৃত্যকে হস্ত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা।)

১ম ভৃত্য। (উক্ত ভৃত্যকে ধরিয়া) খবরদার, সাড়া দিসনে।

হরিশ। আ মলো নড়েও না যে! (১ম ভৃত্যের প্রতি) তুই বেটা কেরে?

১ম ভৃত্য। আমি পাগল।

হরিশ। সে তো সকল বেটাই! (২য় ভৃত্যের প্রতি) তুই আবার কে?

২য় ভৃত্য। আমি হাবা।

হরিশ। এ বেটা আবার পাগলের বাবা, এখন ওঠ বলছি, উঠবিনি?

(প্রস্থান ও গদা লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ওঠ বেটারা।

২য় ভৃত্য। (১ম ভৃত্যের প্রতি) উঠবো কি? বাবু ভীম সেজেছে, দেখছিসনি?

১ম ভৃত্য। আরে না না, তুই চোখ বুজিয়ে বসে থাক্‌না।

হরিশ। আরে মলো! দিগ্‌মে! ওরে দিগ্‌মে! এদিকে আয় দেখি।

(দিগম্বরের প্রবেশ।)

এ সব কি কীর্ত্তি?—চুপ করে রইলি যে?

দিগ। একবার গদাটা দিন তো; (গদা লইয়া) "ওঠ না, ঠাঁই হয়েছে যে!"

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

হরিশ। ব্যাপারটা কি বল দেখি।

দিগ। আজ্ঞে আমি যে ভীমসেন, আমি 'ঠাঁই হয়েছে' না বল্লে তো ওরা উঠবে না।

হরিশ। বটে? তবে তোরও ঠাঁই হয়েছে, যা—

দিগ। কোথায়?

হরিশ। যমের বাড়ী! কীর্ত্তিটে হচ্ছিল কি?

দিগ। আজ্ঞে, 'দুর্ব্বাসার পারণের' রিহার্স্যাল (Rehearsal) দিচ্ছিলেম।

হরিশ। বটে? তবে তুইও খালি পেটে যাবি কেন? এই নে।

(প্রহারোদ্যোগ ও দিগম্বরের পলায়ন।)

বেটারা ক্ষেপালে রে! ক্ষেপিয়ে তুল্লে!

(কমলমণির প্রবেশ।)

কমল। ও হরিশ, আজ তোমার সংসারের কোন কাজ হয়নি; কেউ ফুল তোলেনি, গঙ্গা থেকে জল আনেনি, বাজার হয়নি। তোমার সংসার তুমি নিয়ে থাক, আমি বিন্দাবনে যাই।

হরিশ। কি আর বলবো বল, আমিও কাশী যাব; দেখি দিন কতক, যদি রমেন বাবু কিছু করতে পারেন।

রমেন্দ্র। তাইতো, চাকরেরাও যে খুব জ্বালাতন করেছে!

হরিশ। দেখলেন তো চোখের উপর। এখন মনে হচ্ছে বটে, আমার বাগানের গেটের গায়ে একখানা বড় বড় অক্ষরে লেখা প্ল্যাকার্ড (Placard) মেরে দিয়েছিল যে "শীঘ্রই দুর্ব্বাসার পারণের অভিনয় হইবে, ভূতেশভাবিনী দ্রৌপদীর অংশ অভিনয় করিবেন—রঙ্গালয়ে এই তাঁর প্রথম অবতরণ।" এখন দেখছি

ছুঁচো বেটারা আমারি বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে! ভুতেশ-ভাবিনী—হুঁ!

কমল। ভূতের ভাবনা কি গা?

হরিশ। আমাদের ভূতি ঝি পোড়ারমুখী।

[প্রস্থান।

কমল। অবাক করেছে মা, এত কল্লাও জানে!

[প্রস্থান।

The first
That e'er I sighed for.
The Tempest.

চতুর্থ দৃশ্য—গৃহ।

রোগ বৃদ্ধি।

(রামমণি ও ভূতির প্রবেশ।)

রাম। দেখ্ ভূতি, এই বেলা ডেকে দে; আমি এই শুলুম। (শয়ন)

ভূতি। যাচ্ছি, আমার কোন দোষ নেই বাবু।

রাম। না না, তোর কোন ভয় নেই।

[ভূতির প্রস্থান।

(তরবারি হস্তে দিগম্বরের প্রবেশ।)

দিগ। "বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্ ধিক্! (চিন্তা) তবে আর কেন? হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী! হে রজনীদেবি, তুমি সাক্ষী!" (মারিতে উদ্যত)

রাম। (উঠিয়া) "অ্যাঁ একি? কাকা! কাকা!"

দিগ। "বাছা! তুমি এ নরাধমকে—এ নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি তোমার কাকা নই—আমি চণ্ডাল! আমি তোমার কাল হ'য়ে এসেছিলেম।"

রাম। "সে কি কাকা?"

দিগ। "ওঠ মা ওঠ! ছি মা ছি! তুমি আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়?"

রাম। "জননি! এই আমি এলেম।" (বক্ষে তরবারি মারিতে উদ্যত)

(হরিশ ও কমলমণির প্রবেশ।)

হরিশ ও কমল। একি! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!

(হরিশের ক্ষিপ্তের ন্যায় অবস্থান।)

দিগ। "আর ভগবতি! আমাদের কি হবে? এদিকে এই, আবার মহারাজের দশা দেখুন! আহা, দাদা! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?"

(ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। "কৈ, কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? একি! আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন?"

দিগ। (হরিশের প্রতি) "আহা দাদা! তুমি জ্ঞানশূন্য হয়েছ, তুমি এর কিছুই জানতে পারছো না! হায় হায়!! তা ভাই এতো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে।"—

হরিশ। যে এমন গুণধর চাকরটী পেয়েছি। বেটা খুন করতে বসেছ? রসো, তুমিও আমার সৌভাগ্যের কিছু ভাগ নাও।

(প্রস্থান ও দড়ি লইয়া পুনঃ প্রবেশ এবং বন্ধন করিয়া)

চল্ বেটা, তোকে বেঁধে রেখে দিইগে।

দিগ। (সুরে)

"আমি বাঁধা যে তোর স্নেহ ডোরে
আবার কিসে বাঁধবি মোরে ?"

হরিশ। এইবার তোর "ভববন্ধন" মোচন হবে।

[দিগম্বরকে লইয়া হরিশ, ভূতি ও কমলমণির প্রস্থান।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম। (উঠিয়া) "তুমি কি জন্য এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছ, চোরেরা শূলে যায় তাকি তুমি জাননা ?"

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) ও বাবা! এ আবার কি মূর্ত্তি!

রাম। চুপ ক'রে রইলেন যে? ভদ্র স্ত্রীলোকের ঘরে এ রকম আসা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তা জানেন ?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) ও বাবা, এদিকে তো তালে বেশ হুঁসিয়ার আছে দেখছি। তবে ব্যারাম সেরে গেছে নাকি ? না, বোধ হয় এটা লুসিড ইন্‌টারভ্যাল (Lucid interval)। (প্রকাশ্যে) আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি যাচ্ছি।

রাম। না না, আমি তা বলছিনে। বলছি কি যে এরূপ অবস্থায় আপনার সুড়ঙ্গ কেটে আসা উচিত ছিল না ?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) ও বাবা! ঘাট হয়েছে আমার চোদ্দ-পুরুষের। বড় বেগতিক দেখছি।

রাম। দেখুন, বাড়ীর সকলে তো আমাকে জ্বালাতন করে তুলেছে।

রমেন্দ্র। কেন ?

রাম। কেবল সেই জঘন্য নামে আমাকে ডাকবে। কি অত্যাচার দেখুন দেখি!

রমেন্দ্র। বড় অত্যাচার! আহা! যখন আটমাস বয়েস তখন নিষ্ঠুর পিতামাতারা জবরদস্তি করে একটা নাম ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, আর চিরকাল সেই নামটা ব'য়ে বেড়াতে হবে!

রাম। এই দেখুন দেখি, আপনার মতন লোক না হ'লে এ সব দুঃখ বোঝে কে? আপনি আমাকে একটী ভাল নাম দিতে পারেন?

রমেন্দ্র। আমার কাছে উপস্থিত তো আর কোন নাম নাই, তবে যদি আমার নামটি নেন তো আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

রাম। (স্বগতঃ) রমেন্দ্রমোহিনী! আঃ এখন প্রাণটা জুড়াল! একি প্রেমের লক্ষণ?

রমেন্দ্র। মনে করুন যেন আপনার নাম 'রমেন্দ্রমোহিনী'ই ছিল! কেবল ডাক নাম—

রাম। থাক মশাই সে নামে আর কাজ নেই। রমেন্দ্রমোহিনী! আঃ কি সুমিষ্ট নাম! (সুরে)

"নাম শুনে প্রাণ শীতল হ'ল কি মধুর নাম!"

(স্বগতঃ) একি প্রণয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! একেই কি শাস্ত্রকারেরা পূর্ব্বরাগ বলেন?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) বড় বেগতিক দেখছি, সরে পড়ি। (প্রকাশ্যে) তবে এখন আমি আসি।

রাম। আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন। আর দেখুন, একবার ভূতিকে ডেকে দিয়ে যান তো; দেখুন, আপনি একটু অন্তরালে থাকুন, ডাকলেই আসবেন।

রমেন্দ্র। আচ্ছা। (স্বগতঃ) আবার কি কীর্ত্তি হবে—দেখতে হচ্ছে। (অন্তরালে অবস্থান)

(ভূতির প্রবেশ।)

রাম। দেখ্ ভূতি! শীগ্‌গির দোয়াত, কলম, কাগজ, আর খান দুই বই আন্।

ভূতি। এই যাই।

(প্রস্থান ও উক্তদ্রব্যাদি লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

রাম। এখন বাইরে যা। সেই সময়ে আসিস, মনে আছে তো?

ভূতি। আছে।

[প্রস্থান।

রাম। আমার মন কেন এমন হ'ল? কিছুই ভাল লাগছে না, এর কারণ কি? "এখানি কি পুস্তক? বাসবদত্তা। এখানি কি পুস্তক? গীতগোবিন্দ।—আহা সুধারসপূর্ণ। (লিখিয়া) এ আবার কি লিখলেম? বাসবদত্তা, মহাশ্বেতা, ক, ই, ঈ, প, একটা গাছ, বিমলা, লতা, পাতা, হিজিবিজি, গড়,—কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি লিখেছি?"—'রমেন্দ্রমোহন! রমেন্দ্র-মোহন!!'

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

আঃ আপনি আবার এখন এলেন কেন?

রমেন্দ্র। এই যে ডাকছিলেন?

রাম। আঃ কি আপদ! ও যে সলিলকি (Soliloquy) হচ্ছিল!

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমার চোদ্দপুরুষ জানে না কি বল্লে!

রাম। আপনি এখন বাইরে যান।

[রমেন্দ্রের প্রস্থান।

আঃ ভূতি আবার কোথা গেল—দূর ছাই! ভূতি,ভূতি!

(ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। কি গা দিদিমণি?

রাম। (ভূতির কাণে কাণে) এখন বল্।

ভূতি। "তিলোত্তমে! কিও? কি লিখেছ দেখি, মুছ না।"

রাম। "না না, কি আর লিখবো? অন্যমনস্কবশতঃ হিজি-বিজি কেটেছি তাই মুছে ফেলছি।"

ভূতি। (দেখিয়া) "ওমা! এই তোমার হিজিবিজি? এই যে জাজ্বল্য অক্ষরে লেখা রয়েছে— কুমার জগৎসিংহ!"

রাম। দূর! বল 'রমেন্দ্রমোহন!'

ভূতি। থুড়ি, রমেন্দ্রমোহন! রমেন্দ্রমোহন!!

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম। আবার কি করতে এলেন?

রমেন্দ্র। এই যে আবার ডাকলেন না? তা যাই। (স্বগতঃ) কি বিপদেই পড়েছি।

রাম। (সহাস্যে) না না, আর কষ্ট পেয়ে কাজ নেই, আমি সিন্ (Scene) চেঞ্জ (Change) ক'রে দিচ্ছি; আপনি এগিয়ে আসুন। (ভূতির কাণে কথা বলিয়া অবগুণ্ঠন।)

ভূতি। "রাজকুমার! আপনি এখানে অবস্থান করুন, আসবার সময় দ্বার রুদ্ধ করতে ভুলে গেছি তাই দিয়ে আসি।"

[পুস্তকাদি লইয়া প্রস্থান।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) ব্যাপারটা কি? ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় পুলিসে দেবে নাকি? ভাল, দেখা যাক, কতদূর গড়ায়।

(রমেন্দ্রের প্রতি রামমণির দৃষ্টি ও অধোবদন।)

আপনার ভাবভঙ্গীতে বোধ হচ্ছে যেন আপনি আমাকে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করেন।

রাম। কথাগুলো ঠিক ঠিক না হ'ক, ভাবটা টেনে এনেছেন। (স্বগতঃ) ইনি কি আমার মনের ভাব জানতে পেরেছেন? এরি মধ্যে টের পেতে দেওয়াটা ভাল হয়নি। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের সৃষ্টি তো অশাস্ত্রীয় নয়! তা বটে, তবু আরও একটু ধৈর্য্য ধরা চাই।

রমেন্দ্র। আপনি চুপ করে রইলেন যে?

রাম। একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি, এই যে 'আপনি' 'আপনি' শব্দ, এটা বড় পর পর ব'লে বোধ হয়। এবার থেকে তুমি আমাকে 'তুমি' 'তুমি' বলে ডেকো। প্রণয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে এই 'তুমি' শব্দ ব্যবহার হয়। এখন কি বলছো বল।

নেপথ্যে হরিশ। রমেন্দ্র বাবু, একবার এই দিকে আসুন।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) আঃ—আপাততঃ বাঁচা গেল! (প্রকাশ্যে) হরিশ বাবু ডাকছেন, আমি এখন আসি। [প্রস্থান।

রাম। (সুরে)

"আমার মন চায় ধরিতে, প্রাণ চায় রাখিতে,
লজ্জা বলে, ছি ছি ছুঁয়োনা;
মনে রইল সই মনের বেদনা।"

[প্রস্থান।

What a pestilent knave is this same ?

Romeo and Juliet.

পঞ্চম দৃশ্য—কক্ষ।

ঘোর বিকার।

(হস্তবদ্ধ দিগম্বর আসীন।)

দিগ। "হায়! আমি কারাগারে!"

(অন্নপাত্র হস্তে ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। "আহা, বাপ রে আমার! বাছারে আমার! তোর পিতার প্রাণ কি কঠিন! এমন ননীর পুতুলকে বিষ খাইয়ে মারবে ?"

দিগ। "ধাই মা! কবে তুই আমাকে স্তনদুগ্ধ দিতে ভুলেছিলি ?" (হরিশকে আসিতে দেখিয়া) "প্রাণ রে আমার! মন রে আমার! দেখ দেখ দয়াল শ্রীহরি!"

[ভূতির প্রস্থান।

(হরিশ ও রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

হরিশ। এবার আবার কি কীর্ত্তি হচ্ছিল ?

(বেগে রামমণির প্রবেশ।)

রাম। "হৃদয়হার! কণ্ঠরত্ন! কে তোমার এমন দশা কল্লে ?" (দিগম্বরের নিকট উপবেশন)

হরিশ। না, এ উত্তম!

রাম। "কি উত্তম ওসমান ?" চুপ করে রইলে কেন ? ঐখান থেকে বল—"আর আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ?"

হরিশ। ভাল!

রাম। (উঠিয়া) "তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তার উত্তর শোন—এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর! শোন ওসমান, আবার বলি—এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর! আমার এ হৃদয়ে অন্য কেহ কখনই স্থান পাবে না।"

হরিশ। দেখলেন মশাই আক্কেলখানা?

রাম। "আঃ, দরজা খোলোনা?"

দিগ। "কখন না।"

রাম। "তবে আমি এখনি খুনোখুনি হব।"

দিগ। "হও।"

রাম। "দেখ, গলায় আঁচলের পাক দিয়ে মরবো।"

দিগ। "ঢের দেখেছি।"

রাম। "তবে এই দেখ!" (গলায় অঞ্চল বন্ধন)

হরিশ। হাঁ হাঁ, করে কি! করে কি! (অগ্রসর)

রমেন্দ্র। (বাধা দিয়া) ভয় নাই, বোধ হয় প্লে করছে।

হরিশ। না মশাই, কালরাত্রে তো আত্মহত্যা করছিল; আমরা না এসে পড়লে গলায় ছোরার চোপ বসিয়ে দিত।

দিগ। "তাইতো, সত্যি সত্যি মুখ যে লাল হ'য়ে উঠলো", "অ্যাঁ মরেছে কি?" (সুরে)

"দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ
গেল মাগী মারা।"

"আহাহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" "প্রিয়-তমে, তুমি কোথায়?"

রাম। "দাসী চরণে।"

হরিশ। উঃ "পিশাচী! সয়তানী!"

রাম। "আমি পিশাচী নই—সয়তানী নই—আমি বীরেন্দ্র-সিংহের বিধবা রমণী।"

[বেগে প্রস্থান।

হরিশ। (রমেন্দ্রের প্রতি) দেখলেন মশাই? শোধ-রাবার বোধ হয় আর কোন আশা নাই!

রমেন্দ্র। কঠিন হয়ে উঠেছে। দেখা যাক কি রকম করে তুলতে পারি।

[রমেন্দ্র ও হরিশের প্রস্থান।

দিগ। "হ্যাঁ, আমারি গৃহ বটে। যবনেরা অগ্নি দিয়েছে। মনোরমা যে গৃহের মধ্যে আছে!—মনোরমে! মনোরমে!! মনোরমে!!!"

[বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেগে প্রস্থান।

(ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। "দাঁড়া, দাঁড়া বাপ রে আমার!"

[প্রস্থান।

I must have liberty
Withal, as large a charter as the wind,
To blow on whom I please.

As you like it.

ষষ্ঠ দৃশ্য—উদ্যান।

চিকিৎসা।

(কমলমণির প্রবেশ)

কমল। (মালা জপিতে জপিতে) না বাপু, আর এথানে থাকা চল্লো না। মেয়েটীকে যে আহ্লে ক'রে তুলেছে, আর

তো নোকালয়ে মুখ দেখাবার যো নেই। আবার চাকর দাসীও জুটেছে তেমনি। এত বেলা হ'ল, এখনো ফুলতোলা হ'ল না, গঙ্গাজল এল না, কি করে যে কি হবে তার ঠিক নেই। বউ গিয়ে অবধি ছিষ্টির সংসার আমার গলায়—তা ছাই কাজের কি ছেস্তালা আছে? আমি বাপু বিন্দাবনে যাব, "দেখি গোবিনজী কি আমায় পায়ে ঠাঁই দেবেন?" (ইতস্ততঃ দেখিয়া) (সুরে)

"হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়!
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা—"

[হঠাৎ হরিশের প্রবেশ ও কমলমণির প্রস্থান।

হরিশ। হায় হায়! দিদিও ক্ষেপলো!

[প্রস্থান।

(রামমণির প্রবেশ।)

রাম। লোকে বলে প্রাতঃসমীরণ বড় স্নিগ্ধকর! কিন্তু আমার এতে কোন স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না কেন? প্রণয়পাশে আবদ্ধ হলে কি এই রকম হয়? কৈ কোন নাটকে কি নভেলে তো এর প্রমাণ পাইনে। তবে ওটা কিছু নয়।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। তোমার এখানে বেড়ানর উদ্দেশ্য কি গোলাপ আর পদ্মকে লজ্জা দেবার জন্য? না মালিদের ফুলগাছে জল দেবার কষ্ট নিবারণ করবার জন্য?

রাম। কেন?

রমেন্দ্র। তোমায় দেখেই ফুল সব তাজা হয়ে উঠেছে, আর জল দেবার দরকার কি?

রাম। (স্বগতঃ) যদিও বাক্যবিন্যাস তেমন মধুর করছে

পারেনি, তবুও ভাবটী নতুন বলে বোধ হচ্ছে। কিসে আছে মনে হচ্ছে না। ওঃ এও দেখছি আমার প্রণয়ে পড়েছে—আমার মনের ভাব জানতে পারেনি তো? তা হলে শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি জানতে পেরেছি যে তুমি আমাকে ভালবাস। (রমেন্দ্রের চমকিত হওন) তাতে লজ্জা কি? তোমাকে গোপনে একটা কথা বলে রাখি, আমিও তোমাকে ভালবাসি—কিন্তু এ গোপনীয় কথা, আমি যেন কিছুতেই তোমার কথার ভঙ্গিতে এ ভাব বুঝতে না পারি।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমাকেও এই গোড়ে গোড় দিতে হবে, দেখি কত দূর গড়ায়। (প্রকাশ্যে) দেখ, তোমার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করে।

রাম। অ্যা হ্যা হ্যা হ্যা! এরি মধ্যে বলে ফেল্লে? এই যে বারণ করে দিলেম। দেখ দেখি আমার মনের ভাব কেমন গোপনে রেখেছি! তুমি নির্জ্জনে বনে বনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেড়াবে, তরুলতাদের আপনার মনের বেদনা জানাবে, থেকে থেকে 'হা হতোস্মি!' 'হা প্রিয়ে!' করবে, তার পর আমার সখীর কাছে কিছু আভাস দেবে।—যাও এখন ঐ দিকে গিয়ে আমি যে রকম বল্লেম সেই রকম অভ্যাস করগে।

(রমেন্দ্রের অগ্রসর)

রাম। এখন আমি করি কি? আচ্ছা, ফুলগুলি তো বেশ নরম, তবে ফুলশর এত বজ্রসম কঠিন কেন? ফুল দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়; দূর হোগ্‌গে—(সুরে)

"চাইব না আর কুসুমপানে চাইব না লো আর।"

(ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। (সুরে)

"চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে না আবার॥"

(রমেন্দ্রকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

রমেন্দ্র। পালাও কেন? শুকিয়ে যাবে কেন?

রাম। আমার জ্বলন্ত দীর্ঘনিশ্বাসে। এ হে হে হে! হঠাৎ মনের ভাবটা বেরিয়ে পড়েছে। তুমি কিছু মনে করো না, (নাক কাণ মলিয়া) মনে কর তুমি কিছুই জানতে পারনি।

ভূতি। মশাই, মশাই—

রমেন্দ্র। বলনা, ভয় কি?

ভূতি। বলছিলুম কি—আপনি নাকি সব জানেন, তাই বলছিলুম কি, আমার বড় ইচ্ছে যে কুন্দনন্দিনীর মতন বিষ খেয়ে মরি, তা পেরে উঠছিনি। তা আপনি যদি দু একবার মরে দেখিয়ে দেন, তা হ'লে দেখবেন যে ঠিক আপনার মতন মরতে পারবো।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) এ বেটী বলে কিরে! (প্রকাশ্যে) বেশ তো, পরে দেখিয়ে দেব এখন; এখন যেতে পার।

[ভূতির প্রস্থান।

রাম। (স্বগতঃ) রমেন আমার বড় বুদ্ধিমান। কেমন কৌশল করে ভূতিকে সরিয়ে দিলে, এমন না হ'লে প্রেমিক? (প্রকাশ্যে) প্রভাতকাল কি মনোহর! কবিরা যখন মনোহর বলেছেন তখন আর সে বিষয়ে সন্দেহ করা মহাপাপ!—তুমি একটা প্রভাত বর্ণনা বল না।

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) এই বারেই সারলে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥"

রাম। এযে পাঠশালের ছেলেরা পড়ে!

রমেন্দ্র। তা আমিও তো প্রেমের পাঠশালে সবে ভর্ত্তি হয়েছি!

রাম। (স্বগতঃ) কি সুরসিক প্রেমিক!

রমেন্দ্র। তবে একটা ধেড়ে পোড়োর কবিতা বলবো?—

"রাত পোহাল, ফর্সা হ'ল, ফুট্‌লো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা, নীলপতাকা, জুটলো অলিকুল॥"

রাম। এটার ভাব খুব গম্ভীর বটে।

রমেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, এযে ফার্ষ্টক্লাস পোড়োর রচনা!

রাম। (স্বগতঃ) আমার মনটা এত চঞ্চল হ'ল কেন? বোধ হয় প্রণয়টা আরো গাঢ় হ'য়ে আসছে। (প্রকাশ্যে) দেখ, আমরা কোথাও চলে যাই চল।

রমেন্দ্র। কেন?

রাম। (সুরে)

"পোড়া মন টেঁকেনা এখানে।"

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) পাঠ এগোয় দেখছি! (প্রকাশ্যে) যাবে কোথায়?

রাম। যেথায়—(সুরে)

"অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।"

কিম্বা যেথায়—(সুরে)

"পিক কুহু বোলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে।"

কিম্বা যেথায়—(সুরে)

"শারদ পূর্ণিমা শশী পরিয়ে তারকা-হার।
হাসি' হাসি' রাশি রাশি ঢালিছে সুধার ধার॥"

রমেন্দ্র। থাক্ থাক্, যায়গাটা তো স্থির হ'ল ; তা রসো, আগে একটা বাড়ীভাড়া করা যাক।

রাম। বাড়ীভাড়া কেন ?

রমেন্দ্র। থাকবে কোথায় ?

রাম। কেন ? (সুরে)

"মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত
কুঞ্জ-কুটীরে।"

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) সবই তো বুঝলেম ! (প্রকাশ্যে) তা যেন হ'ল ; তা একটা বামুন টামুন দেখি।

রাম। বামুন কেন ?

রমেন্দ্র। তুমি নিজে রাঁধবে নাকি ?

রাম। নায়িকাকে রাঁধতে হয় ? কৈ, এতো কোন নভেলে পড়িনি !

রমেন্দ্র। তবে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা চলবে কিসে ? প্রাণধারণ করবে কিসে ?

রাম। কেন? (সুরে)

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-
কোমল-মলয়-সমীরে।"

রমেন্দ্র। তা যেন বুঝলেম। তা এখন একজন পুরুত ঠিক করি, বিবাহ দেবে কে?

রাম। পুরুত কি হবে? গান্ধর্ব্ববিবাহ—মাল্যবিনিময়, চন্দ্রমা সাক্ষী, তারকাদল সাক্ষী, নৈশসমীরণ সাক্ষী, কলনাদিনী স্রোতস্বতী সাক্ষী—তুমি কি রকম নায়ক?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমার চোদ্দপুরুষে কখন নায়কগিরি করেনি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তা যেন সব হ'ল, তবে কথা হচ্ছে কিনা, তোমার স্বামী জীবিত আছেন, তুমি আবার বিবাহ করবে কেমন করে?

রাম। স্বামী? সে তো লৌকিক জগতে; আমি যে এখন কাব্যজগতে আছি।

রমেন্দ্র। ওঃ, তা বটে! তবে বলতো সন্ধ্যার পর একখানা ডুলি কি পালকী ঠিক করে রাখি, তোমায় নিয়ে যাবে?

রাম। আমাকে কি গেরস্তোর বৌ ঝি পেলে যে পালকী কি গাড়ী করে বের করে নিয়ে যাবে?

রমেন্দ্র। বটেই তো!

রাম। নায়িকাকে যেমন করে নিয়ে যেতে হয়—হরণ করে! দেখ, এক কাজ কর, আমি সন্ধ্যার সময় এই বাগানে গলায় দড়ি দিয়ে কি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাব, সেই সময়ে তুমি আমার জীবন রক্ষা করে বুকে করে নিয়ে যাবে, কেমন?

রমেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমার চক্ষুঃ স্থির হ'য়ে গেছে!

রাম। রমেন! তোমায় আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—অবশ্য এটী গোপনীয় কথা। কিন্তু একটা আমার মনে বড় দুঃখ রইল, তোমার একটা কোন সাংঘাতিক পীড়া হ'ল না, তা হ'লে আমি তোমার সেবা শুশ্রূষা করে আমার ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাতেম। (চিন্তা) আচ্ছা, দিগ্‌মেকে বলবো তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবে?

রমেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! কেন?

রাম। তা হ'লে দেখবে আমি কি রকম করে পুঁজ রক্তে ঘৃণা না করে তোমার সেবা করি!

রমেন্দ্র। না না, এতেই যথেষ্ট বোঝা গেছে, ততদূর করবার আর দরকার নাই। (স্বগতঃ) বাবা, মাথা বাঁচান ভার দেখছি! দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় মরে। (প্রকাশ্যে) তা এখন বেলা হল, ভেতরে যাওয়া যাক।

রাম। চল; তবে সন্ধ্যার পর—মনে থাকে যেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

Bring me a father that so loved his child.

Much Ado about Nothing.

সপ্তম দৃশ্য—কক্ষ।

ব্যবস্থা।

(হরিশ, রামমণি ও কমলমণির প্রবেশ।)

রাম। বাবা, আজ আমার জন্মতিথি, আজ কেন থিয়েটার করিনা? সীতাহরণের পালা হ'ক। রমেন বাবু বলেন, তিনি আর থাকতে পারবেন না, তা আজ তাঁকে রাবণ সাজতে

বলেছি, তিনি রাজী আছেন। পিসিমা, তোমায় সূর্পণখা সাজতে হবে।

কমল। পোড়ার দশা! ভূতি সাজুক না কেন?

রাম। সে যে মন্দোদরী হয়েছে।

কমল। বালাই! গরিবের মেয়ে খেটে খেতে এয়েছে বলে কি গালাগাল দিতে আছে বাছা? উদরী হবে কেন?

রাম। মন্দোদরী! রাবণ রাজার মহিষী!

কমল। তা এত ভাল মন্দ কি জানি বাছা!

রাম। দিগ্‌মে রামের পার্ট (Part) নেবে। বাবা, তোমায় জটায়ুর পার্ট নিতে হবে।

হরিশ। তা ঠিক হয়েছে। এদিকে আমার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে কিনা? তা বেশ!

[সকলের প্রস্থান।

(দিগম্বরের প্রবেশ।)

দিগ। (সুরে)

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে।"

(ভূতির প্রবেশ।)

ভূতি। কি রে দিগ্‌মে?

দিগ। "দূর ছুঁড়ি! আমার নাম দিগ-বি-জয়!"

ভূতি। তবে, কি মনে করে?

দিগ। "চল, প্রভু তোমায় ডেকেছেন।"

ভূতি। কেন?

দিগ। "তোর সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দেবেন।"

ভূতি। "কেন, তোর কি আর মুখে আগুণ দেবার লোক জুটলো না!"

দিগ। হ্যাঁ, তা বটে; তবে কি জান—'বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!"

ভূতি। "আমাকে কি মনে ধরেছে?"

দিগ। "ধরবে ধরবে করছে।"

•ভূতি। যা যা, তুই বড় পাজী, তোর সঙ্গে আর কথা কব না।

দিগ। (সুরে)

"মুখের কথাটী রাধে, চাঁদ মুখের কথাটী রাধে।"

(ভূতির ঈষৎ হাস্য)

(সুরে)

"মুখের হাসি চাপলে কি রয়,
প্রাণের হাসি চোখে খেলে।"

ভূতি। ফের ন্যাকরা? ড্যাকরা, পাজী, ছুঁচো, নচ্ছার, চামার!

দিগ। দেখ্ ভূতি, তুই এক কাজ করবি?

ভুতি। কি?

দিগ। দেখ তুই যদি আমার সঙ্গে প্রভাস যজ্ঞ দেখতে যাস, তা হ'লে গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যার সময় বসে থাকিস, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ভূতি। তুই কে?

দিগ। আরে আমি যে নন্দ মহারাজ, আর তুই যে বৃষভানু-রাজনন্দিনী! তা দেখ্, সে বড় দূর পথ, তোর পোঁটলা পুঁটলী আর যা কিছু টাকা কড়ি আছে সব জুটিয়ে নিস। আর আজ

দিদিবাবুর জন্মতিথি, অনেক খাবার পাবি, তাও একটা হাঁড়ি ক'রে নিস্। আর দেখ্, (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) তোর দিদিবাবুর গহনা যদি দু' একখানা সরাতে পারিস, তাও নিস।

ভূতি। সে বাবু আমি পারবো না ; কেন তাতে কি হবে ?

দিগ। ওরে, সে যে বড় দূর পথ, পথের কিছু সম্বল ক'রে নেওয়া ভাল। পারবি তো ?

ভূতি। আচ্ছা তা দেখি।

দিগ। আর যা যা করতে হবে, পরে বলে দেব এখন, এখন যা।

ভূতি। বেশ বেশ, বেড়ে হয়েছে।

দিগ। "চামারের বুদ্ধি শুনলি, জুতাথাকী" ?

[হাসিতে হাসিতে ভূতির প্রস্থান।

(সুরে)

"রূপের ভরে গরব ক'রে, চল্লো রূপের গরবিনী।"

(নেপথ্যে হরিশ)। দিগ্‌মে !

দিগ। (সুরে)

"শোন্‌লো শোন্ পাপিয়া ডাকে

মন মজান গলাখানি।"

(নৃত্য)

(হরিশের প্রবেশ ও দিগম্বরের প্রতি ধাবমান, দিগম্বরের পলায়ন, হরিশের অন্যদিকে গমনোদ্যোগ এবং দিগম্বরের পুনঃ প্রবেশ।)

দিগ। (সুরে)

"ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী।

ঘুচাও ব্যথা কওনা কথা"—

হরিশ। আয়না ব্যাটা, জন্মের মত ব্যথা ঘুচিয়ে দিচ্ছি।
(মারিতে উদ্যত ও দিগম্বরের পলায়ন)

[হরিশের প্রস্থান।

Diseases desperate grown,
By desperate appliance are relieved.
Hamlet.

অষ্টম দৃশ্য—বনপথ।

বায়ু পরিবর্ত্তন।

(রামমণি ও রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। কেমন এনেছি বল ?

রাম। এনেছ বটে, কিন্তু সুভদ্রাহরণ, কি রুক্মিণীহরণ, কি সীতাহরণ—সে রকমটা কিন্তু হ'ল না।

রমেন্দ্র। সেটা না হয় এইখানেই হবে।

রাম। তা বেশ বেশ! মনে কর আমরা সীতাহরণের রিহার্স্যাল (Rehearsal) দিচ্ছি।

রমেন্দ্র। রিহার্স্যাল কেন ? ডবল পারফরম্যান্স (Double Performance) বল, তা এখন কি করতে হবে বল ?

রাম। এখন তুমি সরে যাও, আমিও বাড়ীর ভেতর যাই। তার পর তুমি রাবণ সেজে যা করতে হয়—জান তো ?

রমেন্দ্র। জানি বৈকি।

[প্রস্থান।

রাম। "আহা কি গভীরা রজনী! চারিদিকই নিস্তব্ধ—মৃতবৎ নিস্তব্ধ ; কেবল মধ্যে মধ্যে ঝিল্লিরব এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

করছে।" একি! আমি একাকিনী। ঠিক যেন সীতার বনবাস বলে বোধ হচ্ছে।

"রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ!
ওহো—শূন্যবন!
একাকিনী বনমাঝে।
পঞ্চমাস গর্ভবতী আমি,
গর্ভে মম রামের সন্তান,
নহে কিরে এখনো রেখেছি প্রাণ!

(সুরে)

"ধরহে বারিদ মিনতি মোর"—

উহুঁ ওটা নয়—(সুরে)

"চমকে চপলা, চমকে প্রাণ, চাহমা চপলা-হাসিনী।"

এদিকে কে আসছে না? বোধ হয় রাবণ! আমি এই-বেলা গণ্ডীর ভেতর যাই।

(যোগীবেশে পাঁচকড়ির প্রবেশ।)

"যোগীবর! কোথা বাস তব?"

পাঁচ। "সন্ধ্যা যথা তথায় আবাস।"

রাম। "তবে তিষ্ঠ আজি এই স্থানে।"

পাঁচ। (রামমণিকে ধরিয়া) "সুলোচনে! এই ফল কামনা আমার।"

রাম। আহাহা! অনেকটা ছেড়ে দিলে যে!

পাঁচ। তা হ'ক, তোমায় তো ছাড়িনি।

রাম। "কোথা রাম! কোথায় লক্ষ্মণ!
রক্ষা কর আসি ত্বরা।

তরু লতা গুল্ম ফুল ফল,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য, ক'য়ো কথা,
বোলো রঘুনাথে, রাবণ হরিল সীতা।"
(রামমণিকে লইয়া পাঁচকড়ির অগ্রসর)
"কে তোমরা গিরিশৃঙ্গবাসী ?
রামের রূপসী, হরে মোরে লঙ্কায় রাবণ।
আভরণ রাথ মোর,
দেথাইও শ্রীরামে আমার,
যদি প্রভু আসেন এ স্থানে।
হা রাম! হা দেবর লক্ষ্মণ!"

পাঁচ। "অকারণে কেন কাঁদ ?"

রাম। "হা রাম!" (মূর্চ্ছা)

(পুস্তকহস্তে রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। ভূমি গেল নাকি ?

পাঁচ। বইথানা দেথ দেথি, এইথানে বোধ হয় 'পতন ও মূর্চ্ছা' আছে। ঐ যে পাতা চেনা দেওয়া আছে, আমাকে যে মুথস্থ করে আসতে হয়েছে।

রমেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। তবে এস, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান।

রামমণি। (উঠিয়া) এ আমি কোথায় ? উঃ আমার বড় ভয় হচ্চে যে। কে আসছে গো— ও বাবা গেলুম গো!

(পাঁচকড়ির প্রবেশ।)

পাঁচ। একি! তুমি এখানে যে?

রাম। অ্যাঁ তুমি! তুমি এখানে?

পাঁচ। ব্যাপারখানা কি?—নাটক নভেল পড়ে আমার মুখ খুব উজ্জল করতে বসেছ দেখছি যে!

রাম। ওগো, আমার কিছু দোষ নেই; তোমার প্রিয়বন্ধু রমেন্দ্র বাবুই আমাকে এখানে এনেছেন।

পাঁচ। ভারি অপরাধ তাঁর! তুমি না ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য তাঁর মাথা ফাটাতে চেয়েছিলে?

রাম। ওগো আমার ঘাট হ'য়েছে, আমায় বাড়ী নিয়ে চল।

পাঁচ। কেন? "পোড়া মনতো সেখানে টেঁকে না।" আবার সেখানে মুখ দেখাবে কোন আক্কেলে?

রাম। তবে কোথায় থাকবো?

পাঁচ। কেন? এই "মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে?"

রাম। এখানে তুমি থাকবে?

পাঁচ। আমি কে? আমি তো আর তোমার কাব্য-জগতের স্বামী নই। আর তোমার সঙ্গীরই বা ভাবনা কি? তোমার ঝিল্লিদল আছে, তোমার চন্দ্রমা আছে, তোমার নৈশ-সমীরণ আছে, তোমার কলনাদিনী স্রোতস্বতী আছে। যারা তোমার বিয়ের সাক্ষী হ'তে পারে, তারা তোমায় চৌকী দিতে পারবে না?

রাম। ওগো আর আমাকে লজ্জা দিও না। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

পাঁচ। কেন? "প্রেম-সুধারস পান" করে থাকনা?

রাম। ওগো আমার ঘাট হ'য়েছে, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর। রমেন বাবুই এই সর্ব্বনাশের মূল!

পাঁচ। তাঁর ভারি অপরাধ? নাটক নভেল পড়ে খুব চরিত্রগঠন করতে শিখেছ তো? পড়েছিলে তাঁর হাতে, তাই আজ জাতকুল রক্ষা হ'ল। তা না হ'লে এতক্ষণে তোমায় কলকাতার মাঠগুদামে উঠতে হ'ত। কেন, সেই তো বেশ "মধুকর-নিকর-করম্বিত-কুঞ্জ-কুটীর?"

(রমেন্দ্রের প্রবেশ ও রামমণির অবগুণ্ঠন)

রমেন্দ্র। যাক যাক। আর লজ্জা দিওনা, যথেষ্ট হয়েছে। এখন চল, যাওয়া যাক, তাঁরা হয়তো এতক্ষণ কত কি ভাবছেন!

[সকলের প্রস্থান।

This is very midsummer madness.

Twelfth Night.

নবম দৃশ্য—গঙ্গাতীর।

তীর্থ দর্শন।

(পুঁটুলী ও হাঁড়ি হস্তে ভূতি আসীনা।)

ভূতি। (সুরে)

"যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী।
বিনে সেই রাকাশশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি॥"

তাইতো, এখনো নন্দ মহারাজ এলেন না! শ্যামচাঁদের

বিরহ তো আর সহ্য হয় না। (সুরে)

"আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদে বৈনু চরণ-যুগল।
(কাহে সই)
যমুনা-সলিলে সই, আব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল॥"

(কনষ্টেবলের প্রবেশ।)

কন। এই, কেরে মাগী তুই?

ভূতি। ওগো, আমি বৃষভানু-রাজনন্দিনী!

কন। (স্বগতঃ) এ বেটী বলে কি? পাগল নাকি? (প্রকাশ্যে) তা এখানে কেন বাছা? যাবে কোথায়?

ভূতি। ওগো, আমি প্রভাসযজ্ঞে শ্যাম দরশনে যাব, নন্দ মহারাজের জন্য বসে আছি।

কন। (স্বগতঃ) বেটী বদ্ধ পাগল! (প্রকাশ্যে) তা বাছা, তোমার পুঁটুলীতে কি? ও হাঁড়ীতে কি?

ভূতি। ওরে, বিনা ভেটে কি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যেতে আছে? আমরা ব্রজের দুখিনী আহীরিণী, কোথায় কি পাব বল, এই ক্ষীর-সর-নবনী নিয়ে যাচ্ছি।

কন। কৈ দেখি? (দেখিয়া স্বগতঃ) আ মলো! এতে যে কচুরী জিলিপী মোণ্ডা মেঠাই! একি! সোণার গহনাও নীচে আছে! না, এর গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। থানায় নিয়ে গিয়ে জমাদারের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা যাক,

বামাল ছাড়া হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) তা দেখ বাছা, এখন একটু বিশ্রামঘাটে বিশ্রাম করবে চল, তোমার তল্পি তাল্পা সব নাও।

ভূতি। তুমিও বুঝি শ্যাম দরশনে যাবে?

কন। হ্যাঁ যাব। (ভূতিকে লইয়া অগ্রসর)

ভূতি। (সুরে)

"তরী ধীরে বাহ কাজ কি ছলে।
ও শ্যাম জোরে বাহিলে দধি উছলে॥"

কন। তা বটে, তবে তুমি ঐ দ'য়ের হাঁড়িটে আমার মাথায় দাও। (তথাকরণ)

ভূতি। (সুরে)

"মস্তকে লও কৃষ্ণ প্রেমেরি পসরা।
আমরা দধি বিক্রীর ছলে চল যাই মথুরা॥"

[উভয়ের প্রস্থান।

Fathers, from hence trust not your daughters' minds,
By what you see them act.

Othello.

দশম দৃশ্য—হল।

প্রত্যাগমন—আরোগ্য স্নান।

(হরিশ, দিগম্বর ও অন্যান্য ভৃত্যগণ এবং দর্শকগণের প্রবেশ।)

হরিশ। আসুন, আসুন। দেখুন, মেয়ে আবদার ধরেছে, তাই আপনাদের কষ্ট দিলেম। এ ফ্যামিলি পার্টি (Family Party), বেশী বাহুল্য কিছুই নয়; ষ্টেজ বাঁধা হয়নি, এই হলেই প্লে হবে।—দিগ্‌মে, বাবুদের তামাক দে।

(দিগম্বরের কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও দণ্ডায়মান)

কিরে, ফিরলি যে ?

দিগ। আজ্ঞে, রঙ্গালয়ে যে ধূমপান নিষেধ !

হরিশ। বেটার কাছে তাল ফাঁক যাবার যো নাই।

১ম দর্শক। তা থাকনা, নিয়মভঙ্গের আবশ্যক কি ?

হরিশ। নটা বেজে গেল, রামমণি ও রমেন্দ্রের যে দেখা নাই ; বোধ হয় তারা রিহার্স্যাল দিচ্ছে।

(কমলমণির প্রবেশ।)

কমল। ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে। এদিকে রমেন ছোঁড়া যে সীতাহরণ করে নিয়ে গেছে !

দিগ। আহা হা হা! কি কল্লে, কি কল্লে ? ওকথা যে আমি জটায়ুর মুখে শুনবো !

কমল। আঃ থাম্‌নারে মুখপোড়া !

দিগ। 'মুখপোড়া' এখন কেন ?

হরিশ। না না, দিগ্‌মে তো ঠিক বলেছে। দিদি, তোমার ভুল হচ্ছে।

কমল। আঃ দূর হোগ্‌গে ছাই ! হরিশ, তুমিও ক্ষেপলে নাকি ? আঃ দূর হোগ্‌গে ছাই !

দিগ। "দূর হ কুলটা !"

১ম ভৃত্য। "যা বলেন বলুন শ্রীরাম, কাটিব ইহার নাক কাণ !" (নাক কাটিতে উদ্যত)

কমল। কি জ্বালারে বাবু ! হরিশ, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ ? কি করছে দেখতে পাচ্ছ না ?

হরিশ। তা পার্টে আছে, কি করবো দিদি!

কমল। এদিকে যে লোপাট হয়েছে! কথাটাই কেউ শোনেনা ছাই; ভাল জ্বালারে বাবু!

২য় দর্শক। ভাল, উনি কি বলছেন, বলতে দিন না।

হরিশ। বই ছাড়া অন্য কথা আমি এলাউ (allow) করতে পারিনে।

কমল। শোন তো বাছা, এই, রমেন বাবু রামমণিকে সন্ধ্যের পর বের করে নিয়ে গেছে!

হরিশ। "মিথ্যা কথা! অসম্ভব কথা!"

কমল। আরে দূর হোগ্‌গে ছাই। দাওয়ানজী আপনার চোখে দেখেছে যে তারা গাড়ী চড়ে দরজা বন্ধ করে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে।

হরিশ। কে? কে?

কমল। তোমার গুণমণি রামমণিকে তোমার সেই মশান-ম্যাষ্টার মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

দর্শকগণ। ছি ছি ছি ছি!

হরিশ। "ছিছি! বড় ঘৃণা, বড় লজ্জা!
গেল মান, গেল কীর্ত্তি,
গেল গেল গৌরব-সৌরভ,
গর্ব্ব খর্ব্ব এতদিনে!"

কমল। আরে দূর হোগ্‌গে ছাই! এখন যে তোমাকে এক-ঘরে হ'তে হবে। দেশের লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? আমি তখনি তো বলেছিলেম (ক্রন্দন) আমায় বিন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

হরিশ। শেষে এতদূর হ'ল! ওঃ! আমাকেও পাগল করে তুলেছে! হায় হায়! আমি লোকালয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? আর পাঁচকড়িকেই বা কি বলবো? উঃ! রমেন্দ্র ছোঁড়া ভদ্রবেশে কি জঘন্য প্রকৃতির লোক! তাই আগে চেয়েছিল লিবার্টি (Liberty), পরে করলে ফ্রেটার্নিটি (Fraternity), এখন দাঁড়াচ্ছে পূরো ইকোয়ালিটি (Equality); আগে ছিল মোশান-মাষ্টার, এখন পূরো প্রোমোশান (Promotion) পেয়েছে! হায় হায়! আমি কি আহাম্মক!

(পাঁচকড়ির প্রবেশ।)

পাঁচ। মশাই! আসতে আসতে একি শুনছি? আপনার আদুরে মেয়ে, আপনি তাকে আমার কাছে পাঠাতে চান না, এখন কার হাতে তুলে দিলেন বলুন দেখি?

হরিশ। আমি কি করবো বাবু! তোমার প্রাণের ডাক্তার বন্ধুই এই কীর্ত্তি করেছেন। হায় হায়! রোগের চেয়ে চিকিৎসাটা যে আরো উৎকট হ'য়ে দাঁড়াল!

(রমেন্দ্র ও তৎপশ্চাৎ রামমণির প্রবেশ।)

তোরা আবার কোন্ মুখে এ বাড়ীতে ঢুকেছিস? তুই বেটা ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুলি? বেটাকে এখনি পুলিসে দেব।—কনষ্টেবল! কনষ্টেবল!

নেপথ্যে কন। হাজির!

(ভুতির হস্ত ধরিয়া কনষ্টেবলের প্রবেশ।)

হরিশ। এ আবার কি কীর্ত্তি!

কন। মশাই, এটি কি আপনার বাড়ীর ঝি?

হরিশ। হ্যাঁ, তা হ'য়েছে কি?

কন। না, এমন কিছু নয়, এই গহনা নিয়ে পালাচ্ছিল।

হরিশ। এযে আমার মেয়ের গহনা, তুই বেটী পেলি কোথায়?

ভূতি। তা কি জানি বাবু! আমি নন্দ মহারাজের জন্য যমুনার তীরে বসেছিলেম, এই দ্বারী এসে আমায় প্রভাসযজ্ঞ দেখতে দিলে না। (দিগম্বরের প্রতি) আমি তো তখনি বলে-ছিলেম যে গহনা টহনা নিতে পারবো না; তুই তো আমাকে এই বিপদে ফেল্লি? চামারের বুদ্ধি শুনে আমার এই হ'ল গো! (ক্রন্দন)

কন। ঠিক ঠিক! ঐ লোকটাকেও পথে দেখতে পেয়ে-ছিলেম, তা আমাদের দেখে ও ছুটে পালাল।

হরিশ। তবে এই বেটার কীর্ত্তি! তা আসুন মহারাজ! কাজটা অশাস্ত্রীয় করা হবে না, আগে 'নন্দবিদায়' তার পর তো 'প্রভাসযজ্ঞ', তা এইবার বিদায় নিন; বেশী কান্নাকাটির দরকার নাই। কনষ্টেবল! এই বেটাকে বাঁধ তো, আমি জানি 'প্লে' 'প্লে' ক'রে নেচে বেড়ায়, পাগল!—তা নয়, বেটা চোর! ও বেটীকে ছেড়ে দাও, ও বড় বোকা, ওর কোন দোষ নাই।

কন। এগিয়ে আয়!

হরিশ। বাঁধ বেটাকে; বাঁধ বেটাকে!

দিগ। অর্ডার! অর্ডার! (Order! Order!) রঙ্গালয়ে শান্তিভঙ্গ নিষেধ। আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? না হয় আপনার টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি।

হরিশ। দাঁড়া বেটা, তোর বাপের নাম ফিরিয়ে দিচ্ছি।

তা এখন আর উচ্চবাচ্যে কাজ নাই, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, দূর প্রভাসে যেতে পারবেন না—

দিগ। তবে কোথায় যাব ?

হরিশ। "শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে, শূন্য ব্রজে" ফিরে যান। (কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত ও তাহার দিগম্বরকে লইয়া গমনোদ্যোগ)

দিগ। (সুরে)

"আর তো ব্রজে যাবনা ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
আমার ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়॥"

হরিশ। তোর ভবের খেলা ফুরিয়ে এসেছে!

রমেন্দ্র। মশাই, ওকে ছেড়ে দিন, ওকে জবাব দিলেই হবে। ওর পাগলামী কেবল আপনার কন্যার প্রশ্রয়ে হয়েছিল বৈ তো নয়, তা আপনার কন্যা যখন শুধরে গেছেন তখন আর কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই।

হরিশ। তুমি বাবু কোন মুখে আবার উপদেশ দিতে এসেছ? তবে তুমিই না হয় দূর প্রভাসে যাও।

কমল। প্রবাসে ?

হরিশ। হ্যাঁ, বেশী দূর নয়; আচ্ছা, তা না হয় তুমি রাম সেজে চোদ্দ বৎসর বনবাসে যাও,—সেও বেশী দূর নয়—আণ্ডামান (Andaman Island.)

পাঁচ। অমন কথা বলবেন না মশাই। রমেন বাবু ছিলেন বলেই আপনি আপনার কন্যাকে ফিরে পেলেন। ওঁর চরিত্রে কোন দোষ নাই। এই দেখুন, (পকেট হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া) যখন যেরূপ ঘটেছে উনি তখনই আমাকে

জানিয়ে রেখেছেন। আজকের ঘটনার কথা উনি আমাকে টেলিগ্রাফ করেন, তা না হ'লে আমিই বা মাঠের ধারে বসে জুটলেম কেমন করে? ওঁকে ধন্যবাদ দিন, যে উনি এই রকম লোকতঃ নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন বলে আপনার কন্যার চৈতন্য হয়েছে।

হরিশ। আমায় মাপ করুন মশাই! আমি না জেনে শুনে আপনাকে বিস্তর অপমান করেছি।

রমেন্দ্র। ও কথা মুখে আনবেন না। আমি যে কি রকম করে এখানে দিন কাটিয়েছি তা ভগবানই জানেন। আমি দেখলেম যে একটা সাডন্ সক্ (Sudden Shock) ভিন্ন এঁর শোধরাবার উপায় নাই।

কমল। আমি তো বরাবরই বলে আসছি যে মশান-ম্যাষ্টার বড় ভদ্দর মানুষ!

পাঁচ। এখন আমার নিবেদন যে আপনার কন্যাকে দিনকতক কলকাতায় নিয়ে যাই।

হরিশ। তা নে যাও, কিন্তু আর নাটক নভেল পড়তে কি থিয়েটার দেখতে দিও না।

পাঁচ। নভেল পড়া কি থিয়েটার দেখায় কোন দোষ নাই, কিন্তু অসার কিম্বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠে অনিষ্ট অনেক।

হরিশ। তা, ও যে সব বই পড়তো কি প্লে দেখতো সবই কি অসার আর কুরুচিপূর্ণ?

পাঁচ। না, আমি সে কথা বলতে চাইনে। অবশ্য ওর মধ্যে শিক্ষনীয় বিস্তর বিষয় আছে, তা শেখে কে? সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার বল চাই, তা না হ'লে

মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মে হিতে বিপরীত ঘটায়। যে সব বই বৃথা কল্পনায় পরিপূরিত তাতে কেবল মস্তিষ্ক বিকৃত করে—কি বল রমেন্ বাবু ?

রমেন্দ্র। ঠিক; অনেক বড় বড় ডাক্তারের মত যে স্ত্রীলোকের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগের যে এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অসার ও স্নায়ু-উত্তেজক পুস্তক পাঠই তার কারণ। যে সব বই মনের মধ্যে ধর্ম্মভাবকে বদ্ধমূল করে দেয়, সেই সকল পুস্তক পাঠ কি তার অভিনয় দর্শনই স্বাস্থ্যকর।

হরিশ। তা যা ভাল বোঝ কর। (দর্শকগণের প্রতি) আপনারা প্লে দেখতে পেলেন না, কিন্তু আমার মেয়ের জন্ম-তিথিতে সে যে নবজন্ম গ্রহণ কল্লে, তা দেখে বোধ হয় আপনারা সকলেই আনন্দিত হবেন। আর এই উপলক্ষে যে প্রহসনের অভিনয় হ'ল, তাতেও বোধ হয় অনেকের উপকার হ'তে পারে।—কিরে দিগ্‌মে! আর এমন পাগলামি করবি ?

দিগ। আজ্ঞে না। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তো এই নাকে কাণে খত দিলেম—"ছেলে আর কোন শুয়োটা পড়াবে!" (তথাকরণ)

হরিশ। ওঃ!

বাপরে বাপ, কি গরার পাপ, নাটুকে বাতিক।
কপাল গুণে, গোপাল মেলে, ফলে আমার বেগতিক॥
ভাগ্যি ভাল, জুটেছিল, মোশান-মাষ্টার।
তাই সর্ব্বরক্ষে, পেলেম শিক্ষে, ঘোর নাট্য-বিকার!!!

যবনিকা পতন।